ভর দুপুরে জীবন্ত সুটিং, আহত পুলিশ কর্মী, আতঙ্ক

কাঁথি আদালত চত্বরে উত্তেজনা।

সেখ মুন্না

কর্ণ বেরা

সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে শূন্যে গুলি ছোঁড়ার দৃশ্য।

আহত পুলিশ কর্মী সুশান্ত রানা।

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
কাঁথি

আসামীদের তান্ডবের স্বাক্ষী থাকল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহর। এই প্রথম বার, লক্ষ্মীবারের ভর দুপুরে ঠিক যেন কোনও হিন্দি সিনেমার দুষ্কৃতীদের ক্ষমতা প্রদর্শনের জীবন্ত সুটিং। ঘটনার পরে কয়েক ঘন্টা কেটে গেলেও আতঙ্কের রেশ কাটাতে পারছে না শান্তিপ্রিয় কাঁথি শহরের মানুষেরা। বন্দুক আর বোম নিয়ে কাঁথি শহরের প্রাণ কেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে কর্ণ বেরা, শেখ মুন্না ও সুরজিৎ গুড়িয়া নামের তিন কুখ্যাত দুষ্কৃতী ও তার সহযোগীর তান্ডবের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁথি থানা ও পুলিশের বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার অধিবাসীরা। নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় তাঁরা বিক্ষোভও দেখান কাঁথি থানার সামনে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-১ ব্লকের মজিলাপুর এলাকার বাসিন্দা কুখ্যাত ডাকাত কর্ণ বেরা ২০১১ সালে পেট্রোল পাম্প ডাকাতির ঘটনায় প্রথমবার ধরা পড়ে। তারপর থেকে বারবার খবরের শিরোনামে থেকেছে এই আসামী। সেক মুন্না তারও আগে কাঁথি শহর জুড়ে তান্ডব ঘটিয়েছে শহরের একের পর এক বাড়িতে ডাকাতি করে। প্রায় এক দশক আগে মুন্না ডাকাতের ভয়ে সন্ধ্যা নামতেই কাঁথি শহর ফাঁকা হয়ে যেত। অপর দুই আসামী রতিকান্ত মন্ডল ও বিশ্বজিৎ ওরফে সুরজিত গুড়িয়ার বিরুদ্ধেও একাধিক ডাকাতি ও রাহাজানি-মারামারির মামলা চলছে। তবে এদের মধ্যে সব চেয়ে দুর্ধর্ষ কর্ণ, পুলিশের হাত থেকে এই প্রথম পালায়নি। এর আগে সে তিনবার একই কাজ করে এবং পরে ধরাও পড়ে। ২০১৭-র ১ মে কাঁথি উপ-সংশোধনাগার থেকে পালিয়েছিল বন্দি কর্ণ। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে রাতে টহলদারি পুলিশ কনস্টেবল নবকুমার হাইত খুন এবং একাধিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি, পেট্রোল পাম্পে লুঠের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল কর্ণ। কর্ণ তার আগেও দু'বার সংশোধনাগার ও আদালত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। জেলের জানালার রড কেটে সেবার পালিয়েছে সে। ২০১৬-র ১২ জানুয়ারি কাপাসএড়ায় ৪১ নং জাতীয় সড়কে টহল দেওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারান মহিষাদল থানার কনস্টেবল নবকুমার হাইত। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল কর্ণ। সাক্ষীরা জানিয়েছিলেন, কর্ণই ওই পুলিশকর্মীকে গুলি করে মারে। ওড়িশা-ঝাড়খণ্ডের অপরাধ জগতেও কর্ণ পরিচিত।

শেষ রক্ষা হল না, কর্ণকে ধরে নায়ক পার্থ বিশ্বাস ও প্রবীর সাহা

মিলন পন্ডা, কাঁথি ঃ আদালত থেকে পোস্ট অফিস মোড় অবধি চার দুষ্কৃতী গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর বোমাবাজী করতে করতে এক পথ চলতি মানুষের মোটরবাইক নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। দেরিতে হলেও এদের ধরতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যেই দুই নায়কের জন্ম হল কাঁথিতে। রীতিমতো নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাবাং স্টাইলে কাঁথির রথতলায় একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া প্রধান দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করল মহিষাদল থানার ওসি পার্থ বিশ্বাস এবং অন্যজন কাঁথি থানার এএসআই প্রবীর সাহা। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা নিয়ে পুরো পুলিশ প্রশাসনকে সাধারণ মানুষ কাঠগোড়ায় তুললেও এদের সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নয়নের মণি এই দুই পুলিশ অফিসার। জানা গেছে, কাঁথিতে একটা পেট্রল পাম্পে ডাকাতির ঘটনার আসামী সেক মুন্না। আর সেই মামলার আইও বর্তমানে মহিষাদল থানার

ওসি তথা কাঁথির প্রাক্তন টাউন অফিসার পার্থ বিশ্বাস। সেই মামলায় হাজিরা দিতে সেক মুন্নাকে এদিন কাঁথি আদালতে হাজির করেছিল পুলিশ। আর স্বাক্ষী দিতে এসেছিলেন পার্থ বিশ্বাস। এর পরের ঘটনাটা একেবারে নাটকিয়তায় মোড়া। কর্ণ ও তার সহযোগীরা একটা মোটরবাইক ছিনতাই করে তখন কাঁথি আদালত ছাড়িয়ে পোস্ট অফিস মোড়ে। আচমকাই ছিনতাই করা মোটরবাইক খারাপ হয়ে যায়। শত চেষ্টাতেও গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। এদিকে সাধারণ মানুষ দুষ্কৃতীদের লক্ষ করে ইঁট মারতে শুরু করেছে। এদের থেকে বাঁচতে বোম মারতে মারতে কর্ণ বেরা, সেক মুন্না, সুরজিত গুড়িয়া ও তাদের অপর এক সহযোগী পোস্ট অফিসের পাশের একটা গলি দিয়ে ছুটে পালায়। ততক্ষণে আতঙ্কে পাশাপাশি দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। ফলে এরা কোথায় গেল কেউ দেখতে পায়নি। তারমধ্যেই কাঁথি মহকুমা পোস্ট অফিসের পেছনে রথতলায় এক পরিত্যক্ত বাড়িতে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির উপস্থিতি আন্দাজ করে এলাকাবাসীর থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসেছে পুলিশ। আর তার পেছনে পেছনে কয়েকশো সাধারণ মানুষ। আর এতেই আতঙ্কিত হয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে পুলিশ আর সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে বোম মারতে শুরু করেছে সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি। মাঝে মধ্যে চলছে গুলি। ফের উল্টো দিকে প্রাণ ভয়ে দৌড়াদৌড়ি পাবলিকের। আর এর সুযোগ নিয়ে পাশের একের পর এক বাড়ির ছাদে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে সেই সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি ওরফে কর্ণ বেরা। তখনই হাতে রিভালবার নিয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করেন মহিষাদলের ওসি পার্থ বিশ্বাস। খবর পেয়ে ছুটে গেছেন কাঁথি থানার এএসআই প্রবীর সাহা। তাঁরা দুজনে পাঁচিলে উঠে কর্ণের গুলি ও বোমার মোকাবিলা শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাস্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে কর্ণ। এই দুই পুলিশ কর্তার সাহসীকতায় আজ কর্ণের মতো ভয়ানক দুষ্কৃতী আবারও পুলিশের জালে ধরা পড়ল।

পেট্রয়াঘাট মোড়ে পেট্রোল পাম্পে ডাকাতিতে তার নাম জড়িয়েছিল। ২০১৫-র ৩ ফেব্রুয়ারি বাড়ঘাসিপুর থেকে ধরা পড়ে কর্ণ। ওই বছরের ৭ অক্টোবর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই কাঁথি আদালত থেকে পালায় সে। এরা চারজনে মিলে কাঁথি শহরকে এদিন অন্য রকমের ঘটনার স্বাক্ষী করে দিল। জানা গেছে, এদিন কাঁথি মহকুমা আদালতের সেকেন্ড অ্যাডিশনাল জাজ সোমা মজুমদার ও ফাস্ট ট্র্যাক ফাস্ট কোর্টের বিচারক অলি বিশ্বাসের এজলাসে দুইটি মামলায় হাজিরা দিতে বৃহস্পতিবার কাঁথিতে এসেছিল চার দুষ্কৃতী। আদালত সূত্রে জানা গেছে, সকালে পুলিশ ভ্যানে চারজনকে কাঁথি মহকুমা আদালতে আনা হয়। সেখানে কোর্টের আসামীদের রাখার জেলে রতিকান্ত মন্ডলকে বন্দি রেখে বাকি তিন জনকে ফাস্টট্রাক ফাস্ট কোর্টের বিচারক অলি বিশ্বাসের এজলাসে হাজির করা হয়। সেখানে থেকেই কোর্টের জেলে নিয়ে যাওয়ার পথে আচমকাই এক ব্যক্তি এসে হাজির হয় এদের সামনে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কনস্টেবল অচিন্ত্য মাইতি কিছু বুঝে ওঠার আগে সেই ব্যক্তি তাঁর চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়। অভিযোগ, এই ব্যক্তি কর্ণ ও সেক মুন্নার হাতে দুটি দেশি পিস্তল তুলে দেয়। এছাড়াও একটা ব্যাগে কয়েকটি হাত বোমা। বিপদ বুঝে অচিন্ত্যবাবু বাধা দিতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে কর্ণ। হাতের বাঁদুকে গুলি লেগে বেরিয়া যায়। আওয়াজ শুনে কোর্টের জিস্তারও সুশান্ত রানা তাঁদের বাধা দিতে চেষ্টা করলে, একেবারে সামনে থেকে জিস্তারওর পেটে গুলি চালায় কর্ণ। এরপর তাঁকে লক্ষ্য করে আরও একটি গুলি চালালে তার সুশান্তবাবুর মাথায় লাগে। এরপরেই দেদার বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আদলত থেকে নীচে পালায় কর্ণ সহ ৪ দুষ্কৃতী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আদালত এজলাস থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে আদালতে আসা এক ব্যক্তিকে বন্দুক দেখিয়ে তার মোটর বাইকে চড়ে পালাতে চেষ্টা করে তারা। সেই সময় স্থানীয়রা ছুটে এলে চার দুষ্কৃতী ব্যাপক বোমা ছুঁড়তে শুরু করে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল কাঁথি আদালত থেকে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে কাঁথি থানা হলেও ঘটনার সময় পুলিশের দেখা মেলেনি। প্রায় ১৫ মিনিট বাদে পুলিশ আসে। ততক্ষণে পালিয়ে গিয়েছে তাঁরা। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই পুলিশ কর্মীকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে দুষ্কৃতীদের ধরতে চারিদিকে নাকাবন্দি করা হয়।

কথা রাখল কর্ণ, উদাসীন পুলিশ, আতঙ্ক কাঁথি জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ উদাসীন পুলিশ। আর তার জেরে জীবনহানির আশঙ্কায় তাঁরা। তাই এর প্রতিবাদে কাঁথি থানায় বিক্ষোভ দেখালেন কাঁথি অধিবাসী সাধারণ মানুষেরা। পরে পুলিশ আধিকারিক এবং কাঁথির পৌরপ্রধান সৌম্যেন্দু অধিকারী ও তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও, কিভাবেই বা প্রকাশ্য দিবালোকে আদালত চত্বরের মধ্যে ব্যাগ ভর্তি বোমা ও বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়ল তার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রথমবার একটি ডাকাতির ঘটানায় গ্রেফতার হওয়ার পর কাঁথি আদালতের টয়লেটের জানালা গলে পালিয়েছিল কর্ণ। তারপর বেশ কয়েকমাস বাদে মহিষাদলের পুলিশ কনস্টেবল নবকুমারকে গুলি করে খুন করে সে। পরে বারুইপুর থেকে গ্রেফতারের পর তাঁকে কাঁথি জেলে রাখা হলে সেখান থেকেও পালিয়েছিল ওই দুষ্কৃতী। ঘটনার পরের দিনই তার বাড়ির স্তূপাকৃতি জালনের ভেতর থেকে কর্ণকে পাকড়াও করা হয়। সেবার কর্ণ সাফ জানিয়েছিল, আবারও সুযোগ পেলে পালাবে সে। অভিযোগ, সেই হুশিয়ারির পরেও এমন এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীর হাতে হাতকড়া না পরিয়েই বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করে পুলিশ। কাঁথি আদালতের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, আদালত ভবনে দুষ্কৃতীদের গুলি চালানো ও বোম চার্জের ঘটনার প্রায় ২০ মিনিট পরে আসে বাড়তি পুলিশ কর্মীরা। তার আগে তিনজন পুলিশ কর্মী গুলি ও বোমায় আহত হয়। আহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আদালতের বিচারক থেকে আইনজীবী এবং এখানে বিচারের আশায় ছুটে আসা সাধারণ মানুষদের। আইনজীবীদের মতো আদালতে আসা অন্যান্য মামলাকারীরাও প্রশ্ন তুলেছেন এই উদাসীনতা নিয়ে। এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার ভি নেশা কুমার জানিয়েছেন, কেন হাতকড়া ছিল না কিংবা পুলিশ কর্মীরা কেন ঘটনার পরে আদালতে যেতে দেরি করল তা খতিয়ে দেখা হবে। আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশের নজর এড়িয়ে কিভাবে বোম বন্দুক নিয়ে দুষ্কৃতীরা আদালতে ঢুকে পড়ল তাও তদন্ত করা হবে।

সীমানার আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুরের বাচিক শিল্পী শুভদীপ বসুর কবিতার অ্যালবাম 'সীমানা'র আত্মপ্রকাশ ঘটল বুধবার। কলকাতা রবীন্দ্র-ওকাকুরা সভাগৃহে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাজশ্রী মৈত্রের সাথে কবিতার এই অ্যালবামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের কবি ড. নিগার চৌধুরীর কবিতা আবৃত্তি করেছেন শুভদীপ। আবহ দিয়েছেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উভয় বাংলার সংস্কৃতি জগতের অনেক গুনীজন উপস্থিত ছিলেন। রবিঠাকুরের সোজাসুজি, অসাবধান, গীতাঞ্জলির কবিতা (৩৮), খেলনার মুক্তি, পেয়েছি ছুটি-র মতো বেশ কিছু ভিন্ন স্বাদের কবিতা। পুজার আগে এই অ্যালবামটি কবিতা প্রেমীদের কাছে অন্যতম উপহার হতে পারে। শুভদীপের কথায়, শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁতে পারলেই আমার কাজ সীমানায় নতুন পথ খুঁজে পাবে।

ফেরার রাজু বাধাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের তৃণমূলের কাউন্সিলর টোটন শাসপিল্লির ভাই শুকদেব শাসপিল্লিকে রাতের বেলা পেছন থেকে ছুরি মেরে পালানোর ঘটনায় গ্রেফতার হল এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম রাজু বাধা, সে আক্রান্তের পাড়ার ছেলে। বুধবার রাতে তাকে ফোনের লোকেশন ট্রেস করে পুলিশ বালিচক এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে তোলা হয়েছে মেদিনীপুর আদালতে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ মেদিনীপুর শহরের হর্ষণদিঘি এলাকার যুবক শুকদেব শাসপিল্লি, মেদিনীপুর শহরে মেদিনীপুর কলেজ মাঠের সামনে একটি খাবারের দোকানে খাবার কিনতে গিয়েছিলেন। ওই সময় পেছন

থেকে বাইক নিয়ে এসে এক যুবক ছুরি মেরে পালায়। রাতেই তাঁকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শুকদেব আক্রমণের পরেই আক্রমণকারী যুবককে চিনে ফেলেছিল। সেই মতো কতোয়ালী থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হলে পুলিশ আক্রমণকারী যুবকের খোঁজ শুরু করে। বুধবার রাতে পুলিশ তাঁর অবস্থান জানতে পারে জেলার বালিচক সংলগ্ন এলাকাতে। এরপরই সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে মেদিনীপুর আদালতে তোল হয়। ঘটনার পিছনে পরিবারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক কারণ হিসাবে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। তবে এর পেছনে পরকীয়া কাজ করছে বলে পুলিশের একটি সূত্র জানতে পেরেছে। রাজু বাধার সন্দেহ হয়েছিল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী কেউ পরকীয়া করছে। সেই সন্দেহ করেই এই কান্ড ঘটাতে পারে বলে মনে করেছিল সে। তবে পুলিশ কর্তারা মুখে কোন কিছু স্বীকার করেনি। পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া বলেন, তদন্তে সব দিকই দেখা হচ্ছে।

এগরায় পঞ্চায়েত কর্মীদের নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ জেলার নিরিখে কাজের গতিতে খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ব্লক। তাই কাজের গতি আরও বাড়াতে ব্লকে বৈঠক করলেন এগরা-১ এর বিডিও বংশীধর ওঝা। এদিন এগরা-১ ব্লকের সভাকক্ষে প্রধান, উপপ্রধান এবং আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিডিও বংশীধর ওঝা। তিনি বলেন, কাজের দিক থেকে জেলার অন্যান্য ব্লকের তুলনায় অনেকটাই এই ব্লক পিছিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে পঞ্চায়েত কাজের গতি বাড়াতে এই বৈঠক করেছি। তিনি জানান, একশো দিনের কাজ, বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে দ্রুত কাজ করতে হবে। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে এমজিএনআরজিএস প্রকল্পেও কাজের গতি আরও বাড়াতে হবে। কারণ জেলায় যেখানে কাজের হার ৩৭.২৩ শতাংশ, ব্লকে সেখানে ৩৮.৮৭ শতাংশ। আমরা জেলার ২৫ টি ব্লকের মধ্যে বারো নম্বর স্থানে রয়েছি। এগরা-১ ব্লক সভাপতি অমিয় কুমার রাজ বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রত্যেক গ্রাম সংসদ এলাকায় ঘুরে ঘুরে নোংরা জায়গায় এবং অপরিষ্কার জলাশয়ে ব্লিচিং পাউডার ও মশানাশক তেল স্প্রে করতে বলা হয়েছে যাতে মশাবাহিত রোগ না ছড়ায় সেদিকেও নজর দিতে হবে।

রেলিং ভেঙে খালে পড়ল ট্রাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ বুধবার গভীর রাতে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিং ভেঙে নীচের খালে গিয়ে পড়ল। ঘটনাটা ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানার রাধাবল্লভপুর এলাকায়। জানা গেছে, আগেই ব্রিজের তলায় থাকা একটি ঝুপড়ির ওপরে গিয়ে পড়ে ট্রাকটি। তারপর গাড়িটি সোজা গিয়ে পড়ে খালের জলে। তবে এই ঘটনায় জেরে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। রাতে বিকট আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই ট্রাকের চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে ঝুপড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও সেই বাড়ির লোকজন সুস্থই রয়েছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কের রাধাবল্লভপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে গভীর রাতে প্রচন্ড গতিতে ছুটে আসা ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ ভেঙে সোজা নীচে গিয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ওই ট্রাকের চালককে যখন উদ্ধার করে তখন তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আর সেই কারণেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁদের ধারণা।

তবে তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, প্রতিদিন রাত ৯ টার পর ভারী ভারী মাল বোঝাই লরি টোল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য মেচেদা ওভার ব্রিজের নিচ দিয়ে নেমে কোলাঘাট, তমলুক, নন্দকুমার হয়ে চলে যায়। এলাকাবাসীরা বলেন, বহুবার প্রতিবাদ করেও কোন লাভ হয়নি। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

পর্যটকদের সাহায্যার্থে নুলিয়াদের ই-রিক্সা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ বৃহস্পতিবার রামনগর-১ ব্লক অফিস চত্বরে মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘায় স্নানঘাটগুলিতে পর্যটকদের নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকা নুলিয়াদের হাতে মোট দুইটি ই-রিক্সা তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, পর্যটকদের সুরক্ষা ও সাবধানতার স্বার্থে নুলিয়াদের ই-রিক্সা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে নুলিয়াদের হাতে এই রিক্সাগুলির চাবি তুলে দেন এলাকার বিধায়ক তথা দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান অখিল গিরি। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন

রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মহাপাত্র, সহ সভাপতি নিতাই চরণ সার, রামনগর-১ ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক অভিজিৎ জানা সহ দুই থানার ওসি ও নুলিয়ারা। রামনগর-১ ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন। রামনগর-১ এর বিডিও আশিষ কুমার রায় বলেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের নির্দেশক্রমে দিঘা থানা ও দিঘা মোহনা উপকূল থানার অন্তর্গত নুলিয়াদের আমরা দুটি ই-রিক্সা তুলে দিয়েছি। আগামীদিনে সৈকত শহরে আগত পর্যটকদের আর কোন সমস্যা থাকবে না। তিনি আরও বলেন, নুলিয়ারা ই-রিক্সার মাধ্যমে পর্যটকদের দ্রুততার সাথে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবেন। শুধুমত্র পর্যটকদের সুরক্ষা ও সাবধানতার স্বার্থে ই-রিক্সা ব্যবহার করা হবে। তারই জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ই-রিক্সা দুটি থানায় থাকবে। জানা গেছে, এক একটা ই-রিক্সার দাম পড়েছে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়ে নবীন বরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোপীবল্লভপুর ঃ গোপীবল্লভপুর সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়ের নবীন বরণ উৎসব পালিত হল মহা ধুমধাম করে। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ উমা সরেন, নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রতন কুমার সামন্ত, সমাজসেবী সত্যরঞ্জন বারিক। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাংসদ। একটি পুস্তিকারও উদ্বোধন করেন সাংসদ। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ফলাফলের জন্য কলেজের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার তুলে দেন সাংসদ সহ অন্যান্য অতিথিরা।